আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প

কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি ূ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বুলেটিন নং ১৮০	১৩ সেপ্টেম্বর হতে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (০৯ সেপ্টেম্বর হতে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৯ সেপ্টেম্বর	১০ সেপ্টেম্বর	১১ সেপ্টেম্বর	১২ সেপ্টেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	১৪.০	৫০.০	৮.০	২.০	২.০-৫০.০ (৭৪.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৪.৪	৩১.৫	৩২.৫	৩৩.৫	৩১.৫-৩৪.৪
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৫	২৬.০	২৫.০	২৬.৩	২৫.০-২৭.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬০.০-৯৬.০	৭৮.০-৯৬.০	৭৩.০-৯৬.০	৬৩.০-৯৬.০	৬০-৯৬
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	১.৯	১.৯	১.৯	১.৮৫-১.৮৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৬	৭	৫	৫	৫-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পুর্বাভাস
১৩ সেপ্টেম্বর হতে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-২১.০ (২৯.১)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৩-৩১.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.১-২৬.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৫.০-৯২.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.০-৪.৬
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম

<u>কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:</u>

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রার্দুভাব নিয়ন্ত্রণে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ: পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষিকাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন । করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে সকলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা গুলো অনুসরণ করুন।

মুখ্য আবহাওয়া পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টি/ বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

আমন ধান:

- কুশি পর্যায়ে জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি বজায় রাখুন।
- জমির আইল মেরামত করুন।
- চারারোপনের ১০-১৫ দিনের মধ্যে ১ম বার এবং ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে ২য় বার আগাছা দমন করুন।
- সব ধরনের আন্ত:পরিচর্যার কাজ শুরু করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর রৌদ্রজ্জল দিনে ১/৩ নাইট্রোজেন সার উপরি প্রয়োগ করুন। শেষ ১/৩ নাইট্রোজেন সার কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করুন।
- এসময় ধান গাছে হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা নিয়ন্ত্রনে কার্বফুরান @১০কেজি/হে: জমিতে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে খোলপোড়া রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণে হেক্সাকোনাজল@১মিলি/লিটার অথবা টেবুকোনাজল @ ১মিলি/লিটার স্প্রে করা যেতে পারে।
- ঢলেপড়া রোগ দমনে জমি থেকে পানি নিষ্কাশণের পর ষ্টেপটোসাইক্লিন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা দমনে ম্যালাথিয়ন অথবা ক্লোরোপাইরিফক্স @ ২মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ক্ষতিকর পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করুন। রোগবালাই সনাক্তকরনে নিয়মিত মাঠ পরির্দশন করুন। রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- বেগুনে ফল ও কান্ডপঁচা রোগ দেখা দিলে ব্যাভিস্টিন @ ১গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন। নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন।

- বিদ্যমান আবহাওয়াতে বেগুনের ডগা এবং ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা সনাক্ত ও ধ্বংস করতে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রান্ত ডগা এবং ফল ধ্বংস করে ফেলতে হবে। পোকা নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লতানো জাতীয় সব্জিতে খুঁটি অথবা মাচার ব্যবস্থা করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা এবং শসাতে বিটলের আক্রমণ দেখা দিলে ডাইমেক্রন অথবা রগর(১মিলি/লিটার পানি) স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ঢেঁড়সে ফ্রুট বোরারের আক্রমণ দেখা দিতে পারে । আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রৌদ্রজ্জল দিনে নিম তৈল@ ৫০মিলি/লিটার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উদ্যান ফসল:

- ভারী বৃষ্টিপাতের কারনে যেসমস্ত ফল গাছের চারা নষ্ট হয়ে গেছে শূন্যস্থানপূরনে পুনরায় চারারোপন করুন।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- কলায় সিগাটোকা লীফ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কলাগাছের বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে ক্রিমিনাশক ঔষধ খেতে দিন।
- গবাদী পশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচতে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রনে নিচের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

    - ❖ গবাদি পশুকে শুধুমাত্র শুকনো খাবার দিন।
    - ❖ খামার সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।
    - ❖ জীবাণুনাশক দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করুন।
    - ❖ খামারের মেঝেতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
    - ❖ চারণভূমি শুকনো হতে হবে।
    - ❖ পশু আক্রান্ত হলে ০.০১% পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে আক্রান্ত অংশ পরিষ্কার করতে হবে দিনে ২-৩বার।

- গবাদি পশুতে ডায়রিয়া সহ যেকোন ধরনের রোগের সংক্রমণ দেখা দিলে দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- গো-চারণ ভূমি অবশ্যই শুকনো হতে হবে।

হাঁসমুরগী:

- হাসঁ-মুরগীকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীকে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্টিকর খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করুন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।

মৎস্য:

- প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের চারধার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- পুকুর থেকে অপ্রয়োজনীয় মাছ সরিয়ে ফেলুন।
- প্রয়োজনে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।